‘পরদেশে পরবাসী’

মামুনূর রশীদ চৌধুরী ।

কে সে, যাকে উদ্ভাবন করে নিতে হয় নিজের স্বদেশটাকেই? আমরা যারা সব সময় নিজের দেশে থাকি, হয়তো নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়েই, আমরা কি সত্যি সত্যি জানি নিজেদের এই দেশটাকে– না কি জানি ওপর-ওপর, ভাসা- ভাসা? অথবা যতটুকু জানি, তা আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে, অনেক সময় হয়তো নিজের বাঁচন থেকে দেশটাকে আলাদা করে নিয়ে, একটু দূরে সরিয়ে রেখে ভাল করে পর্যবেক্ষণই করা যায় না । তো উদ্ভাবন করে নেওয়া তো দূরের কথা । ইচ্ছাই হোক বা অনিচ্ছায়, দেশ থেকে সরে দূরে কোথাও চলে গেলে বুঝি বারে বারে নিজের ভেতরই আমরা আমাদের স্বদেশকে গড়ে পিটে বানিয়ে নিতে থাকি; তাতে সত্য যতটা থাকে বাস্তব যতটা তার সাথে পাল্লা দিয়েই থাকে স্মৃতি, পিছুটান, মন, কেমন করা অদ্ভুত সমস্ত উচ্ছাস ।

দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আব্দুর রউফ চৌধুরীর ‘পরদেশে পরবাসী’ তেমনি একটা শৈল্পিক গুণের উপন্যাস । তবে এটি ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্নভাবে সমাদৃত হতে পারে । কারণ দৃষ্টিতে উপন্যাস, ইতিহাস, জীবন-কথা, আবার অনেকের কাছে সংস্কারবাদী দর্শন-চিন্তাও । বইটির সমস্ত প্রেক্ষাপট জুড়ে লেখক প্রবাসীদের জীবনের অন্তর্লোকে যথেষ্ট আলো ফেলেছেন । তিনি প্রবাসজীবনের পটভূমিকে ব্যবহার করে মানুষের গভীর রহস্যকেই উদঘাটন করেছেন । তাইতো লেখক ‘পরদেশে পরবাসী’ সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন,

> ‘বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগে সত্যের আলো ছায়ায় বসে রচিত এই উপন্যাস । মাটির পৃথিবীর মানুষ নিয়ে সাধারণ জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র । তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সজীব ও জীবন্ত । স্থবির বা নিষ্ক্রিয়ের বিপরীত ।’

এই উপন্যাসে বাস্তবতার ছাপ যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাস্তবতাকে পাওয়া যায় প্রসারিত ও প্রতিফলিত আকারে । তাই সেটা হয়ে উঠে হৃদয় ছোঁয়া । ‘পরদেশে পরবাসী’ উপন্যাসে কল্পনার চিত্রটাকে পাশ কাটিয়ে লেখক জীবনের বাস্তবতাকে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । লেখক সৃষ্টি করেছেন মানুষের বর্হিজগতের শান্তি আর জীবন দ্বন্দ্বে যে চেষ্টা তারই চিত্র । আবার দেখাতে চেয়েছেন মানুষের আদিম বৃত্তিগুলোর যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ । আর এখানেই লেখক অন্যসব লেখকের চেয়ে স্বতন্ত্র । লেখক ‘পরদেশে পরবাসী’ উপন্যাসের ঘটনাঘন চরিত্রগুলো প্রবাসজীবনের চিত্রকে ব্যাপকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । প্রবাসীরা যে নিজেদের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে ভ্রাম্যমান তাও ফুটে উঠেছে ।

‘পরদেশে পরবাসী’ উপন্যাসের মূল চরিত্র রূপ মিয়া । তাকে ঘিরেই ঘটনার আবর্ত, প্রবাহ ও মোহনা । প্রবাসসমাজের বিচিত্র শর্তবন্দি ও শৃংখলিত জীবনপদ্ধতির অনুগামী হওয়াই রূপ মিয়ার জন্য স্বাভাবিক । বিভাগোত্তর দুই দশকেরও বেশী সময় বাংলাদেশের প্রবাসজীবনের রূপ-রূপান্তর, মানুষের

অস্তিত্ব-বিষয়ক উদ্বেগ এবং সময় ও সমাজের ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতির বিন্যাসে 'পরদেশে পরবাসী' ভরপুর। রূপ মিয়া, ফারনিন, ছোট মামা, লেঙলুট, মইন, দিলদার, জাবেদ, নূর মিয়া, মীনা, নাসরিন চরিত্রের মধ্য দিয়েই এসব বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। ফারনিন, লেখকের অন্যসব বিবাহিত নারীর মতোই, অসুখী। ফারনিন ও রূপ মিয়ার ক্ষতবিক্ষত জীবনের জন্যে আমরা বোধ করি না-বলা বেদনা– এই বিমর্ষ আশাহীন জীবনের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া দুটি মানুষ হয়তো অন্যস্থানে শান্তি পেতো; তবে লেখক এই উপন্যাসে সে স্থান রাখেননি। চাকরির উদ্দেশ্য রূপ মিয়া অন্যস্থানে চলে যায় আর তাতেই 'লাস্যময়ী হাস্যলহরি তুলে বিদায় নেয়'। এই উপন্যাসে লেখক প্রধান্য দিয়েছেন মানুষের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আদিম বৃক্তি যৌনবৃত্তিকে। লেখক দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন,

> 'এখন সময় এসেছে নতুনত্বের; জীর্ন-পুরাতন ফতোয়ার বন্ধ জালে আবদ্ধ সমাজকে ভেঙ্গে নতুনত্বের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবার।'

তিনি এমন এক শিল্পীনীতি গ্রহণ করেছেন যা মানুষের দেহ ও অন্তর আত্মার বিচিত্র রহস্যের অতল সমুদ্র। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন দেহ কামনাকে বাদ দিয়ে আত্মার বিকাশ অসম্ভব। হয়তো ডি. এইচ. লরেন্সের মতো তিনিও মনে করেছেন মানুষের ভাবনায় ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু তার রক্ত যা অনুভব উপলব্ধি ও প্রকাশ করে তাতে ভুল নেই।

সময় ও সমাজ বির্বতনের অনিবার্য টানে গ্রাম বাংলার জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য লালিত জীবনের যে রূপান্তর তা উন্মেচিত হয়েছে 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসে। লেখকের যে স্বদেশ প্রীতি তা প্রকাশ পেয়েছে এই বাক্যে,

> 'একমাত্র বেদুইনই থাকতে পারে মরু হৃদয় নিয়ে, বেদে তা পারে না; বেদের জন্যে প্রয়োজন নদী, জল, মুক্ত বাতাস; ফলে বাঙালির জন্যে প্রয়োজন নদী, জল, আর শস্য শ্যামল বিস্তীর্ন সবুজ মাঠ।'

তবে 'পরদেশে পরবাসী' উপন্যাসে যে বিষয়টি সবচেয়ে সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা হল সিলেট অঞ্চলের প্রবাসী লন্ডনিদের জীবন চিত্রটি। তাছাড়া ঐসব প্রবাসীরা কতটুকু যোগ্যতা নিয়ে বিদেশের মাটিতে অবস্থান করছেন তাও প্রকাশ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি কখনো সিলেটের লন্ডন প্রবাসীদেরকে নিয়ে নৃ-বিজ্ঞানের ছাত্ররা কাজ করে তাহলে 'পরদেশে পরবাসী' তাদের যথেষ্ট উপদানের খোড়াক জোগাবে।

ছাপা বাধাইয়ে দৃষ্টি নন্দন ২৮৭ পৃষ্ঠার বইটিতে আবদুর রউফ চৌধুরী তুলে ধরেছেন স্থান, কাল ও পাত্রের বিরাট পরিধি। প্রচ্ছদ শিল্পী সেলিম আহমেদের মনোমুগ্ধকর ডিজাইনের প্রচ্ছদটি আমাদের প্রকাশনা শিল্পের মান যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে তা আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে। আবদুর রউফ চৌধুরী এই উপন্যাস আমাদের সমাজের বাস্তবতা দপর্ন হয়ে উঠতে পেরেছে, এমন উক্তি করলে বোধ হয় খুব বেশী অত্যুক্তি হবে না। সময়পয়োগী এই বই প্রকাশের জন্য পাঠক সমাবেশকেও ধন্যবাদ।